

ফিলোফি প্যারেন্টিং গাইড



আব্দুর রহিম

সূচিপত্র:

ভূমিকা

১. সোশ্যাল মিডিয়া নয়, মা-বাবাই প্রথম স্ক্রিন
২. শিশুর আচরণ নয়, আমাদের প্রতিক্রিয়াই গড়ে তোলে ওদের মানসিকতা
৩. খেলা মানেই শেখা – কিন্তু কোন খেলা?
৪. মনোযোগ তৈরি হয় অনুশীলনে, চাপে নয়
৫. তাদের কল্পনার পাখা কাটবেন না
৬. Fillofy-র প্রস্তাবিত প্যারেন্টিং গাইড প্ল্যান
৭. ঘরে শেখার পরিবেশ তৈরির ৫টি গোপন সূত্র
৮. শিশুর শেখার ধরন চেনেন তো?
৯. “আমার বাচ্চা বুঝি একটু পিছিয়ে আছে” — এই চিন্তাটাই বড় বাধা
১০. একা একা নয়—আপনার জন্যই বানানো হয়েছে একটা কমিউনিটি
১১. উপসংহার

ভূমিকা:

শিশুদের বিকাশে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলে তাদের শেখার পরিবেশ এবং উপকরণ। হাজার বছরের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, মানুষের অগ্রগতি তাদের জ্ঞান অর্জন এবং মনোযোগী মন গঠনের ওপর নির্ভর করেছে। তবে এক সময় শিক্ষার কাঠামো শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন যুগ পাল্টেছে, শিক্ষা আর শুধু পুস্তক আর ক্রিনের উপর নির্ভরশীল নয়। শিশুদের শেখার সঠিক পথনির্দেশনা তাদের মানসিক উন্নতি এবং ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হতে পারে।

বছরের পর বছর প্রযুক্তি এক দিকে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করেছে, অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। শিশুদের মধ্যে মনোযোগের অভাব, সৃজনশীলতার কমতি, এবং শিখনের প্রতি আগ্রহের হ্রাস তাদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত, সেটাই আজ শিশুদের জীবনের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে এই সমস্যার সমাধান আছে, Fillofy Learning System সেই সমাধানেরই এক পথ। আমরা বাচ্চাদের এমন শিক্ষামূলক খেলার পদ্ধতি প্রদান করছি, যা শুধু তাদের আনন্দই দেয় না, বরং তাদের মনোযোগ, সৃজনশীলতা, এবং কল্পনাশক্তি বাড়ানোর এক কার্যকরী উপায়।

এটা এমন এক পদ্ধতি, যেখানে খেলাধুলার মাধ্যমে শেখাকে একটি স্বাভাবিক অভ্যাসে রূপান্তর করা যায়। Fillofy শুধু একটি খেলার পদ্ধতি নয়, বরং বাচ্চাদের শেখানোর এক নতুন দিগন্ত।

আজকের দিনে, যখন প্রযুক্তির মাঝে শিশুদের শেখার যে প্রথাগত পদ্ধতি হারিয়ে যাচ্ছে, তখন Fillofy Learning System হচ্ছে সেই খেলা, শেখা এবং বাস্তব জীবনের সমন্বয়, যা শিশুর বিকাশে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

এই বইটি সে সকল অভিভাবকদের জন্য, যারা তাদের সন্তানের শিখন প্রক্রিয়া সহজ এবং আনন্দদায়ক করতে চান, কিন্তু স্ক্রীন টাইমের নেতিবাচক প্রভাব থেকে তাদের রক্ষা করতে চান। তাদের জন্যই আজকের নতুন পথচলা—যা গড়বে একটি সফল, সৃজনশীল এবং মনোযোগী ভবিষ্যত। ইনশা-আল্লাহুল আজিজ।

আজকের শিশুদের বাস্তবতা:

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। শহরের এক মাঝারি পরিবার। বাবা-মা দুইজনই ব্যস্ত—বাবা অফিস করেন, মা বাসা সামলান আর মাঝেমধ্যে টিউশনি করান। তাদের আট বছরের একটা ছেলে, নাম রাফিদ। চুপচাপ, পড়ালেখায় তেমন ভালো না। গেমস পছন্দ করে। কথা কম বলে। অনেক সময়, প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। স্কুলে যাওয়ার সময়ও সে খুব আনমনা হয়ে থাকে।

মা ভাবে—"আমার ছেলে তো একটু ধীর। সবাই তো আর একরকম হয় না!"

বাবা ভাবে—"ছেলেটা হয়তো একটু অলস। সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দুঃখের কথা হলো, সময় কিন্তু ওর জন্য থেমে থাকে না। একসময় রাফিদের স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হয়, আত্মবিশ্বাস কমে যায়, রাফিদের বন্ধুরা রাফিদকে এড়িয়ে চলে। আর এক সময় সে নিজেই ভাবতে শুরু করে—"আমি পারি না। আমি হয়তো জীবনে তেমন কিছু হতে পারব না।"

আমার প্রশ্ন হলো—এই বাচ্চাটার আসলে দোষটা কোথায়?

সে কি ইচ্ছা করে পিছিয়ে পড়েছে?

না!

সে শুধু শেখেনি, কীভাবে শিখতে হয়।

সে শুধু বুঝেনি, কীভাবে মনোযোগ দিতে হয়।

এবং সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো—তার মা-বাবাও এই বিষয়টি একেবারেই বুঝতে পারেনি।

আজকের শিশুদের মধ্যে এই একই অবস্থা চলছে। তাদের মধ্যে মনোযোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব, এবং শেখার অনাগ্রহ সহ এই বিষয়গুলো আজকাল বেশ সাধারণ। বিশেষ করে, যখন আমরা প্রযুক্তির ব্যাপারে কথা বলি, তখন সন্তানরা ডিভাইসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়া, সামাজিকতা এবং মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা শুধু স্ক্রীনে সীমাবদ্ধ নয়—সন্তানের শিখন কৌশল এবং মনোযোগ ঠিকভাবে উন্নত না হলে, তারা বিপদে পড়বে।

এটি মোটেও রাফিদের একক সমস্যা নয়। এটি আমাদের সমাজের অজস্র শিশুদের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও সমাধানের অভাবের ফল। আপনি হয়তো ভাবছেন, "আমার সন্তান তো অলস, কিন্তু এটা ঠিক হয়ে যাবে সময়ের সাথে সাথে।" কিন্তু সময়টা চলে গেলেও যদি সঠিক মনোযোগ এবং শেখার দিকনির্দেশনা না থাকে, তবে এটি যে আরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে।

আজকের দিনে শিশুদের শেখানোর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োজন, তা শুধু বই পড়া বা স্কুলের পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। Fillofy Learning System এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এসছে যা খেলার মাধ্যমে শেখানোর সুযোগ তৈরি করে, যাতে শিশুদের মনোযোগ, সৃজনশীলতা এবং শিখন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্ক্রীন টাইমের বদলে, তাদেরকে শেখানোর নতুন উপায় দেয়া হয়—যা শিশুদের আরো বেশি মনোযোগী, সৃজনশীল এবং আগ্রহী করে তোলে।

এই গল্পের মাধ্যমে আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, রাফিদের মতো শিশুদেরকে যদি সঠিক দিকনির্দেশনা না দেয়া হয়, তবে তাদের শিখন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং তারা ক্রমশই অমনোযোগী হয়ে ওঠে। তাই আমাদের প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সন্তানদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করে তোলা।

১. সোশ্যাল মিডিয়া নয়, মা-বাবাই প্রথম স্ক্রিন

আপনার আচরণই শিশুর শেখার শুরু

আজকের দিনেও, খুব কম বাবা-মা আছেন যারা নিজেদের সন্তানদের শেখানোর ক্ষেত্রে প্রথম শিক্ষক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে ভাবেন। আপনি হয়তো ভাবেন, "আমার সন্তান তো স্কুলে যায়, শিক্ষকরা শেখাচ্ছে, আমি কীভাবে এতে প্রভাব ফেলবো?" কিন্তু বাস্তবতা হলো, আপনি নিজেই আপনার সন্তানের প্রথম শিক্ষক—আপনার আচরণ, আপনার মনোভাব, এবং আপনার প্রতিদিনের কার্যক্রম থেকে সে শিখছে।

শিশুদের মস্তিষ্ক জন্মগতভাবে ফাঁকা গ্লাসের মতো থাকে (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،) ... فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يُمَجْسَانِهِ" সহীহ বুখারী: ১৩৫৮; সহীহ মুসলিম: ২৬৫৮)

— সেখানে আপনি যা ঢালবেন, সেটিই তারা গ্রহণ করবে। আপনি চাইলে এতে দুধ রাখতে পারেন, পানি রাখতে পারেন, শরবত রাখতে পারেন, অথবা আপনার পছন্দমত যেকোনো কিছু আপনি সেখানে রাখতে পারেন। যখন আপনি গ্লাস থেকে কিছু নিতে যাবেন, তখন আপনি কেবল সেটাই পাবেন, যা আপনি গ্লাসে রেখেছিলেন। আপনি যদি নিজে সোশ্যাল মিডিয়ার স্ক্রিনে মুখ গুঁজে সময় কাটান, তাহলে আপনার সন্তানও ঠিক একই রকম শিখবে।

আপনাকে মনে করিয়ে দেই, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত স্ক্রীন টাইম শিশুদের মনোযোগের ঘাটতি এবং বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। (Source: WHO, 2020)

আপনি যদি চান, আপনার সন্তান পড়াশোনায় মনোযোগী হোক, তাহলে আপনাকেই প্রথমে মনোযোগী হতে হবে। আপনি যদি মোবাইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটান, তাহলে আপনার সন্তানও আপনার এন্টিভিটির অনুকরণ করবে—এটা অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ডিভাইস আসক্তির শিকড় কোথায়?

একটি অজানা সত্য, যা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়—ডিভাইস আসক্তি একদিনে তৈরি হয় না, এটি একটি নিরব প্রক্রিয়া। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই আসক্তির মূল শিকড় প্রথমেই মা-বাবার আচরণ থেকে তৈরি হয়।

আজকের প্রযুক্তির যুগে, ডিভাইস আসক্তি শিশুদের জন্য একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, যখন শিশু ডিভাইসের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, তখন অনেক বাবা-মা এর পিছনে শুধুমাত্র টেকনোলজি এবং স্ক্রীন টাইমের ক্ষতিকর প্রভাবকে দায়ী করেন। বাস্তবে, এটি মা-বাবার আচরণ এবং তাদের অবহেলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আসলে শুরু হয়।

শিশুদের আচরণ এবং ডিভাইসের প্রতি আকর্ষণ: শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, এবং যখন তারা তার আশপাশের মানুষদের কোন কিছু করতে দেখে, তখন সেটি শিশুরা খেলার ছলে করার চেষ্টা করে। একথা বললে খুব একটা বাড়াবাড়ি হবে না, যে—মা-বাবা যদি স্ক্রীনে ডুবে থাকেন, সন্তানও ঠিক সেই আচরণ শিখে নেবে।

তবে, এটা শিশুর দোষ নয়, বরং তাদের শেখার প্রথম মাধ্যমই হল তাদের বাবা-মায়ের আচরণ এবং পারিবারিক পরিবেশ। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের মধ্যে ডিভাইস এর আসক্তি বা টেকনোলজির ব্যবহারে শিশুরা অবচেতন মনেই আসক্ত হয়ে পড়ছে। কারণ শিশুরা স্ক্রিন কে নয়, বাবা-মায়ের কাজকে অনুকরণ করতে ভালোবাসে। একপ্রকার গ্যারান্টি দিয়েই বলা যায়, বই পড়ুয়া বাবা মায়ের সন্তানদের (যে সবসময় মা-বাবাকে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখে) ডিভাইসে আসক্ত হওয়ার পসিবিলিটি প্রায় ৯৫% কম।

খুব ভয়াবহ বাস্তবতা:

আপনি যখন আপনার সন্তানকে বলবেন, “এই কাজটা তোমাকে করতে হবে!” এবং নিজে মোবাইলের স্ক্রীনে ব্যস্ত থাকবেন, তখন আপনি তাকে নেতিবাচক বার্তা পাঠাচ্ছেন। আপনি যা করবেন, সেটাই সে শিখবে। আপনি যদি দীর্ঘ সময় মোবাইল বা ট্যাবলেটের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তবে আপনার সন্তানও এটি শিখবে এবং অনুভব করবে, “এটাই তো সঠিক পথ!” সে তার ছোট্ট মস্তিষ্কে বোঝার চেষ্টা করবে, এটা মনে হয় খুবই মজার কিছু “এজন্যই আমার মা-বাবা সব সময় এই কাজটি করেন।”

এটা যেন অসচেতনভাবে তাদের শেখার পথটি গড়ে তোলে। যদি সন্তান দেখে তার মা-বাবা ফোনে ব্যস্ত, তবে তার মস্তিষ্ক মনে করে, “এটা করা যেতেই পারে।” তবে সঠিক অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য, শিশুকে অন্য কিছু শেখাতে হবে, যা তাকে নতুন দিশা দেখাবে।

কীভাবে এ থেকে বেরিয়ে আসবেন?

এটি অবশ্যই অভিভাবকদের দায়িত্ব, যে তারা নিজেদের আচরণে পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আপনি যদি চান আপনার সন্তান স্ক্রীন থেকে দূরে থাকুক এবং মনোযোগী হোক, তাহলে প্রথমে আপনাকেই নিজে মোবাইল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।

- সন্তানদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিন।
- মোবাইল এবং স্ক্রীন টাইম-এর ব্যবহারের সময় সীমিত করুন।
- সন্তানদের জন্য সৃজনশীল খেলনা এবং বই উপহার দিন, যাতে তারা মনোযোগ দিয়ে শিখতে পারে।
- সন্তানদের সামনে মোবাইল স্ক্রীন কম ব্যবহার করুন এবং তাদেরকে সঠিক শিক্ষার পরিবেশ দিন।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে যে, অতিরিক্ত স্ক্রীন টাইমের ফলে শিশুর অবিকশিত সামাজিক দক্ষতা এবং কল্পনাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুর শেখার প্রক্রিয়া যখন অস্তিত্বহীন স্ক্রীন-এর দিকে চলে যায়, তখন তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। (Source: Stanford University, 2021)

Fillofy Learning System-এর মতো শিক্ষামূলক খেলার পরিবেশ তৈরি করে, আপনি আপনার সন্তানের মনোযোগ ও শেখার প্রতি আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। এটি শুধুমাত্র স্ক্রীন থেকে দূরে থাকা নয়, বরং তাদের শেখার একটি সঠিক মাধ্যম গড়ে তোলার বিষয়।

২. শিশুর আচরণ নয়, আমাদের প্রতিক্রিয়াই গড়ে তোলে ওদের মানসিকতা

কেন শিশু রেগে যায়, জেদ করে?

আমরা অনেক সময় ভাবি, “আমার সন্তান কেন এত রেগে যায় বা জেদ করে?” কিন্তু; কখনো কি ভেবে দেখেছি—শিশুর এই রাগ বা জেদ আসলেই কোথা থেকে আসে? আপনার সন্তান যখন কিছু চায় এবং আপনি না বললে সে হঠাৎ রেগে যায়, তখন কী আপনার প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল? এটা আপনার প্রিয় সন্তান, আপনার নিজের অঙ্গসঙ্গী, যাকে আপনি স্নেহ করেন, কিন্তু কখনও কখনও এমন প্রতিক্রিয়া তাকে **বিশ্বাসের আঘাত** দিয়ে যেতে পারে।

শিশুর রাগ বা জেদ কেন আসে?

শিশুর রাগ বা জেদ আসলে তাদের মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং ভয়ের প্রভাব থেকেই তৈরি হয়। শিশু কখনো তার নিজস্ব চিন্তা বা কৌশল দিয়ে রেগে যায় না। বরং, তার মনোভাব গড়ে ওঠে পরিবারের পরিবেশ ও মা-বাবার প্রতিক্রিয়া থেকে। যখন সন্তান কিছু চায়, এবং তার বাবা-মা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হন, তখন সে হয়তো রাগ অনুভব করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে কেন রেগে যাচ্ছে?

এটা আসলে অনেকটাই অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া এবং শিশুর মনে বিশ্বাসের অভাব এর সাথে জড়িত। শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের যে ভাবনা থেকে শিখে, “সাধারণত অভিভাবকরা মনে করে থাকেন শিশুদেরকে শাসন করলেই তারা ন্যায্য-অন্যায্য দায়িত্ব-কর্তব্য সহ যাবতীয় বিধিনিষেধ বুঝে যাবে।” কিন্তু এতে তারা যা শিখবে সেটা কি তাদেরকে ভালো কিছু শেখাবে?

আমরা কি ভুল বার্তা দিচ্ছি?

আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন, যখন আপনার সন্তান কোনো কিছু চায়, এবং আপনি তাকে শান্তভাবে বোঝান না, বা শুধু ধমক দেন, তখন তার রাগ বা জেদ আরও বৃদ্ধি পায়? এটি একেবারে সহজ—শিশু তার পিতামাতার প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করেই তার মানসিকতা গড়ে তোলে।

আপনি যদি তাকে বলেন, “তুমি কেন এত রেগে যাচ্ছে?”, তখন শিশু মনে করে, “আচ্ছা, আমার অনুভূতিকে তো কেউ গম্ভীরভাবে নিচ্ছে না।” আসলে, তখন তার মনে হয়—“আমি কি ভুল কিছু করেছি?” কিন্তু আপনি যদি তাকে সহানুভূতির সাথে বুঝানোর চেষ্টা করেন, তার ভেতরে সৃষ্ট হয় বিশ্বাস, যা তাকে ভবিষ্যতে নিজেকে প্রকাশ করতে সহায়তা করবে।

আবেগের শক্তি এবং তার প্রতি প্রতিক্রিয়া

আমরা যখন শান্ত থাকি এবং সহানুভূতির সাথে প্রতিক্রিয়া জানাই, তখন শিশুর মস্তিষ্ক বুঝতে পারে, “এটা হচ্ছে সঠিক পথ।” তবে, শাসন করে বা চিৎকার করে যে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়, সেটা তার ভেতরে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। শিশুদের মনে বিশ্বাসের শূন্যতা তৈরি হয়, এবং তারা নিজের আবেগের প্রতি সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে না।

এখন কী করবেন?

শিশুর প্রতিক্রিয়ার পেছনে আপনার আচরণ সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। আপনি যদি চান আপনার সন্তান শান্তিপূর্ণ, খোলামেলা, এবং মনোযোগী হয়ে শিখুক, তাহলে প্রথমে আপনাকে সেই আচরণে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আপনি যখন শান্তভাবে তাকে বোঝান, তখন সে শিখবে কিভাবে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হয়। এটি হলো, আপনার প্রতিক্রিয়া যা তার ভবিষ্যত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

খেলা মানেই শেখা – কিন্তু কোন খেলা?

ফিজিক্যাল, ইম্যাজিনেটিভ, ব্রেইন গেম

যখন আপনি শিশুদের খেলার কথা ভাবেন, আপনার প্রথম ভাবনা কী? বাচ্চারা খেলছে, মজা করছে—কিন্তু খেলা আসলে শেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সারা পৃথিবীজুড়ে ছোট শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিখে—এটা শুধু আনন্দের নয়, তাদের মস্তিষ্কের বিকাশেও গতি আনে।

আপনার সন্তানের জন্য উপযুক্ত খেলা খুঁজে পাওয়ার পর, আপনি নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করবেন যে—শেখা আর খেলা আসলে একে অপরকে পরিপূরক। শিশু যখন খেলে, তখন তার মধ্যে মনোযোগ, সৃজনশীলতা, এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা তৈরি হয়। এবং সেই খেলাই তাদের শেখার যাত্রা শুরু করে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কী ধরনের খেলা তার জন্য সেরা?

ফিজিক্যাল গেম: শরীরের সাথে শেখা

ফিজিক্যাল গেম শুধুমাত্র শরীরচর্চার জন্য নয়, এটি একটি অমূল্য শিক্ষা পদ্ধতি। শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল গেম যেমন—দৌড়, ফুটবল, লুকোচুরি, সাঁতার—শুধু শরীরের বিকাশ ঘটায় না, বরং ভ্রাতৃত্ব, যোগাযোগ, দলবদ্ধ কাজ এবং মনোযোগী হওয়া শেখায়।

এই গেমগুলো খেলতে খেলতে শিশুরা শিখে—কীভাবে ভালোভাবে পরিকল্পনা করতে হয়, কীভাবে দ্রুত চিন্তা করতে হয়, এবং কীভাবে শারীরিকভাবে শক্তিশালী হতে হয়।

ইম্যাজিনেটিভ গেম: কল্পনা শক্তির বিকাশ

ইম্যাজিনেটিভ গেম শিশুর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। যখন শিশুরা ছবি আঁকা, শব্দ তৈরি করা কিংবা কাস্টমাইজড সেট দিয়ে খেলে, তখন তাদের মস্তিষ্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃজনশীল ধারণা তৈরি করতে থাকে। শিশুদের এ ধরনের গেমের কল্পনার পাখা উড়িয়ে শিখানো যায়—“কীভাবে একটি গল্প তৈরি করতে হয়, কীভাবে একটি পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে হয়, এবং তাদের চ্যালেঞ্জগুলোকে কীভাবে নতুনভাবে দেখতে হয়।” এই ধরনের খেলা শুধু বিনোদন নয়, বরং তাদের ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধান ও চিন্তার গতি বাড়াতে সাহায্য করে।

ব্রেইন গেম: মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি

ব্রেইন গেম শিশুদের মস্তিষ্কের দক্ষতা এবং মনোযোগ উন্নত করে। যেমন পাজল, রুবিক্স কিউব, গ্লাস টাইমার গেমস—এগুলো শিশুর মস্তিষ্কে চ্যালেঞ্জ করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং কৌশলগত চিন্তা শেখায়। এই ধরনের গেম শিশুকে শিখতে সাহায্য করে—“কিভাবে দৃঢ় মনোযোগ দিয়ে একটি জটিল সমস্যা সমাধান করতে হয়, কিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, এবং কিভাবে ধৈর্য ধরে চিন্তা করতে হয়।”

শেখাকে খেলায় রূপ দিন

আপনি যদি চান আপনার সন্তান শেখায় মনোযোগী হয়ে উঠুক, তবে খেলাকেই শেখার পদ্ধতি হিসেবে রূপান্তরিত করুন। এটি শুধুমাত্র তাদের মানসিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তাদের আচরণগত এবং শারীরিক বিকাশের জন্যও অপরিহার্য।

ফিজিক্যাল গেম, ইম্যাজিনেটিভ গেম, এবং ব্রেইন গেম—এই তিন ধরনের গেম একে অপরকে পরিপূরক করে। আপনি যদি শিক্ষা ও আনন্দকে একত্রিত করেন, তবে শিশুর শেখার এই অভ্যাসটি চিরকালীন হয়ে যাবে।

এটা কীভাবে কাজ করবে?

প্রথমে, আপনি শিশুদের সাথে বেসিক খেলা শুরু করুন, তাদের নিয়মিত কাজকেই খেলায় রূপ দিন। —যেমন প্রতিদিনের দাঁত ব্রাশ করা, খাওয়ার আগে পানি পান করা, নির্দিষ্ট সময় খাবার শেষ করা ইত্যাদি। আপনি হয়তো ভাবছেন এগুলোকে কিভাবে খেলায় রূপ দেবেন, সমস্যা নেই আপনার জন্যই তৈরি করা হয়েছে ফিলোফি লার্নিং সিস্টেম— শিশুদের অবচেতন মনেই তারা তাদের নিয়মিত কাজকে খেলার ছলে করতে থাকবে। এরপরে, ধীরে ধীরে তাদের মাইন্ডফুল গেম যেমন স্টোরি-বুক বা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার মতো গেমের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবেন।

মনোযোগ তৈরি হয় অনুশীলনে, চাপে নয়

ছোট ছোট রুটিন, ডিসট্রাকশন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট গঠন

আজকের ব্যস্ত জীবনে আমরা শিশুদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা রাখি। সন্তানদের শেখার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে তাদের ওপর চাপ দিলে তারা দ্রুত শিখবে, কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। মনোযোগী হওয়া শুধুমাত্র চাপ দিয়ে আসতে পারে না; তার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক অনুশীলন, যা চাপমুক্ত পরিবেশে করা যায়।

আপনার সন্তানকে যদি আপনি মনোযোগী করে তুলতে চান, তবে তাকে একে একে শেখানোর সময় গেমের মাধ্যমে শেখানো বা ছোট ছোট রুটিন গড়ে তোলা সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। কিন্তু, প্রশ্ন হলো—কীভাবে?

এখানেই আসে গ্লাস টাইমার—একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক। ধরি, আপনি আপনার সন্তানকে ৩ মিনিটের গ্লাস টাইমার দিয়ে বললেন, “চলো আমরা একটা নতুন গেম খেলি।” এই বালি নিচে

পড়ে যাওয়ার আগেই তোমাকে সুন্দর করে ব্রাশ করা শেষ করতে হবে। এতে শিশুটি জানবে, বালি পড়তে থাকা সময়ের মধ্যে তাকে ব্রাশ করার কাজ শেষ করতে হবে।

এটা শিশুর জন্য হবে মজার একটা চ্যালেঞ্জ। এই গেমের মাধ্যমে সে শিখবে, মনোযোগী হয়ে কাজটি শেষ করতে। এর ফলে তার মস্তিষ্কে আত্মবিশ্বাস এবং অভ্যাস গড়ে উঠবে, যা সে পরবর্তীতে অন্যান্য কাজেও প্রয়োগ করবে।

ডিসট্রাকশন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট

এখন, আপনি যদি চান আপনার সন্তান মনোযোগী হোক, তাকে শেখানোর সময়ে **ডিসট্রাকশন ফ্রি** পরিবেশ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন গ্লাস টাইমারের মাধ্যমে কাজ করাচ্ছেন, তাকে কিছু সময়ের জন্য স্ক্রীন, টিভি, বা অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সন্তান যখন এসব বিরক্তিকর জিনিস থেকে দূরে থাকে, তখন তার মধ্যে **ফোকাস** তৈরী হয়। এর পাশাপাশি আপনার সন্তানকে বোঝাতে হবে এই গেমের আপনি খুবই মজা পাচ্ছেন। আপনি নিজেও খুব উৎসাহিত এবং উচ্ছাসিত। সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ব্রাশ করা শেষ করতে পারে তাহলে আপনি আনন্দ করছেন, বিষয়টা উপভোগ করছেন। আপনার আনন্দ এবং উপভোগ করার বিষয়টা সে বুঝতে পারলেই কেবল তার মাথায় ঢুকবে এটা আসলেই একটা মজার গেম। অন্যথায় আপনি যদি তাকে বলেন এটা তোমার মজার গেম তুমি খেলো, গ্যারান্টি দিয়ে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বার সে এটা হাতেও ধরবে না।

ধারাবাহিকতা ও অভ্যাস গঠন

মনোবিজ্ঞানে বলা হয়, অভ্যাস গড়তে ৩১-৬৬ দিন লাগে। ইসলামি অনুশাসন এটি ৪০ দিনে সুসংহত করেছে। যেমনটা হাদিস এসেছে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করবে এবং প্রথম তাকবীর (تكبيرة الإحرام) শুনবে, তার জন্য দুটি মুক্তি লেখা হবে—একটি হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং অন্যটি নিকাক (মানসিক দ্বৈততা) থেকে মুক্তি।” — (তিরমিযি: ২৪১, হাদীস অবস্থা: হাসান)

ধরুন, প্রতিদিন আপনি আপনার শিশুকে ৩ মিনিট গ্লাস টাইমারের মাধ্যমে দাঁত ব্রাশ করতে বলেন। আপনিও খুব পরিশ্রম করে দুই মাস এটা তাকে নিয়মিত করালেন। ৬০ দিন পর, সে কোন কিছু না বুঝতেও হয়তো সে এটা করতে যাবে, কারণ এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। এবং পরবর্তীতে, সে তার অন্যান্য কাজগুলোতেও একই মনোযোগী এবং ধারাবাহিকতার অভ্যাস তৈরি করবে।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, শিশুর শেখার প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে অভ্যাস গড়ে তোলা, গেমের মাধ্যমে শেখানো, এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন দ্বারা খুবই কার্যকরীভাবে প্রসারিত হয়। মনোযোগী হওয়া, একান্তভাবে একটি অভ্যাস গড়ে তোলা, এবং এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গ্লাস টাইমার এর মতো ছোট ছোট কার্যক্রম সাহায্য করবে।

শেষ কথা:

আপনার সন্তানকে মনোযোগী এবং দায়িত্বশীল করে তুলতে, তাকে ছোট ছোট রুটিন দিয়ে শেখান, যেখানে সে অনুভব করবে যে, এটা তার জন্য মজা এবং চ্যালেঞ্জ। এই অভ্যাসটি ৬০ দিন ধরে চালানোর মাধ্যমে আপনার সন্তান শিখবে মনোযোগী হয়ে কাজ শেষ করতে, যা তাকে জীবনের অন্য অনেক কাজেও সাহায্য করবে।

৫. তাদের কল্পনার পাখা কাটবেন না

বকা দিয়ে নয়, বোঝানোর মাধ্যমে গাইড করা

“Imagination is more important than knowledge.” — Albert Einstein

এমন একটা সময় ছিল, যখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে মানুষ আকাশে উড়তে পারবে। কল্পনা আর বাস্তবতার মাঝে দূরত্ব ছিল অনেক। কেউ যদি তখন বলত, “একদিন মানুষ আকাশে উড়বে,” তাকে হয়তো সবাই হাসাহাসি করত, ভাবত, “এটা তো পাগলের কথা!” কিন্তু, একদিন সেই কল্পনা বাস্তব হয়ে উঠল—বিমান আবিষ্কার হল।

এটা একটা খুবই বাস্তব উদাহরণ। বিমানের আবিষ্কার, যা আজ আমাদের কাছে একদম সাধারণ, একদিন শুধু কল্পনা ছিল। আর আজ, সেই কল্পনাতেই আমাদের জীবন, সময়, এবং প্রযুক্তি বদলে গেছে। রাইট ব্রাদার্স কল্পনা করেছিলেন আকাশে উড়ার—তাদের সেই কল্পনা আজ বিশ্বকে এক করে দিয়েছে, আমাদের চলার পথকে বদলে দিয়েছে।

ঠিক এখানেই আমরা বুঝতে পারি— **কল্পনা যে কখনোই অসম্ভব নয়, সেটিই তার শক্তি।**

এটা আসলে কল্পনার শক্তি। যে কোনো শিশুর মস্তিষ্কে যখন নতুন কিছু চিন্তা আসে—এটা তার ভেতরের বিশ্বে আলো আনার প্রচেষ্টা। কল্পনা শুধু কল্পনা থাকে না, যখন সেটি সঠিক দিকনির্দেশনা পায়, তখন সেটা বাস্তবে পরিণত হয়। আপনি যদি আপনার সন্তানের কল্পনাকে হেসে উড়িয়ে দেন বা এড়িয়ে যান, তখন আপনি তার মস্তিষ্কের একটি শক্তিশালী দিকনির্দেশনাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। কল্পনা, চিন্তা, এবং সৃজনশীলতার স্বীকৃতি দেয়াই তার বিকাশের সঠিক পথ।

কল্পনা: সৃজনশীলতার মা: কল্পনা কোনো অজানা দুনিয়ার ধারণা নয়। বরং, এটি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকা একটা শক্তি, যা নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, *“কল্পনা জ্ঞান থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”* তিনি বুঝিয়েছিলেন, কল্পনা এমন একটি শক্তি যা আমাদের নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে আমাদের জ্ঞান পৌঁছতে পারে না।

এখন আপনি কি জানেন, এই কল্পনার শক্তিই আপনার সন্তানের সৃজনশীলতার মূল উৎস? সৃজনশীলতা নতুন কিছু আবিষ্কারের শক্তি দেয়, নতুন প্রশ্ন তৈরি করে এবং নতুন সমাধান খোঁজে।

আপনার সন্তানের কল্পনা: দুনিয়া বদলানোর শক্তি

আপনার সন্তানের ভেতরে থাকা কল্পনার শক্তি কখনোই অবমূল্যায়ন করবেন না। তার ছোট ছোট চিন্তা, অথবা স্বপ্নের মতো কল্পনা—এই কল্পনাই একদিন তাকে দুনিয়াকে পরিবর্তন করার শক্তি দিবে ইনশাআল্লাহ।

ধরা যাক, আপনার সন্তান যখন বলে, “আমি আকাশে উড়তে চাই।” আপনি হয়তো তাকে হাসির খোরাক মনে করেন। কিন্তু জানেন কি, একদিন এই কল্পনার শুদ্ধতা তাকে বিশ্বে নিজের জায়গা তৈরি করবে। আর সেই কল্পনা তার জন্য একদিন বাস্তবতা হয়ে উঠবে।

কল্পনা এবং দিকনির্দেশনা

আমাদের দায়িত্ব হলো—বাচ্চাদের কল্পনাকে বোঝার এবং তাকে উপযুক্ত দিকনির্দেশনা দেওয়া। তাদের কল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে, “তুমি যদি আকাশে উড়তে চাও, তাহলে কীভাবে সেটা সম্ভব হবে? তুমি কিভাবে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারো?”

এখানে দরকার শুধুমাত্র আমাদের নেতৃত্ব—নতুন কিছু শেখানোর জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা, তাদের কল্পনাকে উঁচু করে দেখানো, এবং তাদের ভেতরে বিশ্বাস গড়ে তোলা।

শেষ কথা:

কল্পনা হচ্ছে বিশ্বকে বদলে দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। আপনার সন্তান আজ যা কল্পনা করছে, একদিন সেটাই হতে পারে তার সফলতা। কিন্তু কল্পনা কেবল তখনই জীবন্ত হয়ে উঠবে যখন তার পাশে থাকবে একজন অভিভাবক, যে তাকে বলবে—“তুমি যা ভাবো, সেটা সম্ভব।”

আপনার সন্তান আজ যা কল্পনা করছে, একদিন সেটা বাস্তবতার পথে পরিণত হবে—এই বিশ্বাস, এই আশা, তাকে স্বপ্ন দেখতে সহায়তা করবে।

৬. Fillofy-র প্রস্তাবিত প্যারেন্টিং গাইড প্ল্যান

ইব্রাহিম (আ.) – এক আদর্শ পিতার জীবন থেকে শেখা: আকাশের তারা যত বিস্ময় জাগায়, একজন পিতা হিসেবে নবী ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবন তার চেয়েও বেশি অনুপ্রেরণার আলো ছড়ায়। তিনি শুধু একজন নবী নন, বরং একজন অনন্য পিতা, যিনি আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম মমতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিরন্তন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

♦ তাঁর দোয়া:

"رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"

অর্থ: “হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।”

(সূরা আস-সাফফাত, 37:100)

এই দোয়া থেকেই বোঝা যায়, ইব্রাহিম (আ.) কেমন সন্তান কামনা করতেন—শুধু বুদ্ধিমান নয়, বরং নৈতিকতায় ভরপুর, আল্লাহভীরু একজন মানুষ।

♦ আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন। জন্ম হয় ইসমাইল (আ.)-এর।

সন্তান যখন পেয়েছেন, তখনো তিনি তার দায়িত্বে কোনো শৈথিল্য আনেননি। তিনি তার ছেলেকে শৈশব থেকেই আল্লাহর পথে পরিচালিত করেছেন। এমনকি আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন পরীক্ষা এসেছে—সন্তানকে কুরবানির নির্দেশ—তখনও তিনি দ্বিধাহীন ছিলেন।

♦ এটা ছিল শুধু কুরবানি নয়, বরং একজন পিতার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ তাকওয়ার প্রমাণ।

ইব্রাহিম (আ.) বলেন:

"يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى"

অর্থ: “হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে কোরবানি করছি। তোমার কী মত?”

(সূরা আস-সাফফাত, 37:102)

ইসমাইল (আ.) তখন উত্তর দেন:

"يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ"

অর্থ: “হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্তই পাবেন।”

(সূরা আস-সাফফাত, 37:102)

এটাই তো আসল পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্ক, যেখানে দায়িত্ব, ভালোবাসা, বিশ্বাস আর তাকওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ।

✨ আধুনিক পিতামাতার জন্য ইব্রাহিম (আ.)-এর থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

1. **সন্তানের জন্য দোয়া করুন:** শুধু ভালো ফলাফলের জন্য নয়, তার নৈতিকতা, হৃদয় ও ভবিষ্যতের জন্য দোয়া হোক।

2. **আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলুন:** সন্তান যেন আপনাকে আল্লাহর একজন বন্ধু হিসেবে দেখে, শুধু তত্ত্বাবধায়ক নয়।
3. **আচরণে তাকওয়া প্রকাশ করুন:** সন্তান শেখে দেখেই। আপনার জীবনযাপনই তার প্রথম শিক্ষা।

এখনকার বাবা-মায়ের জন্য প্রশ্ন:

- ♦ আপনি কি ইব্রাহিম (আ.)-এর মতো একজন দায়িত্বশীল, সৎ, তাকওয়াবান পিতা/মাতা হতে চান?
— যিনি সন্তানের প্রতি শুধু ভালোবাসাই নন, বরং তাকওয়ার আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিলেন?
- ♦ আপনার সন্তান কি ইসমাইল (আ.)-এর মতো একজন অনুগত, আল্লাহভীরু মানুষ হয়ে উঠুক—এটাই কি আপনার চাওয়া?
— যে বিনা দ্বিধায় আল্লাহর আদেশে নিজেকে সঁপে দিতে পারে?

তাহলে শুরু হোক এই পথচলা — দায়িত্বের, তাকওয়ার, দোয়ার এবং ভালোবাসার।

৭. ঘরে শেখার পরিবেশ তৈরির ৫টি গোপন সূত্র

আজকের শিশুরা শিক্ষা পায় শুধু বই বা স্কুল থেকে নয়। একটি সঠিক পরিবেশই তার মস্তিষ্কের দরজা খুলে দেয়। আপনি কি জানেন, শিশুদের শেখার সবচেয়ে বড় সহায়ক হলো তার আশেপাশের পরিবেশ? তাই আজ, আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু গোপন সূত্র নিয়ে এসেছি, যা আপনাকে আপনার শিশুর শেখার পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

১. শিশুর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করুন

আপনার শিশুর জন্য একটিই জায়গা থাকুক—যেখানে সে বই পড়বে, খেলবে, এবং শেখার সুযোগ পাবে। এটা হতে পারে তার নিজের ছোট্ট টেবিল, একটি নির্দিষ্ট কোণা বা তার নিজের ঘর। তবে, সেই জায়গা যেন শান্ত থাকে, কোথাও কোনো বিকর্ষণ না থাকে।

যেমন—আপনার ঘরের একটা কোণা, যেখানে তার প্রিয় বই, খেলনা, আর্টের সাপ্লাই রাখা থাকবে। সেখানে সে নিজেই কাজ করবে, এবং তার মনোযোগ পূর্ণ থাকবে। বিছানায় পড়াশোনা করা থেকে বিরত থাকুন।

২. ডিসট্রাকশন মুক্ত পরিবেশ তৈরি করুন

আপনার সন্তান যখন কাজ করছে, তখন তাকে ফোন, টিভি বা অন্য যেকোনো বিকর্ষণ থেকে দূরে রাখুন। এখন, আপনি যদি নিজেও ফোনে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তার ওপরও এর প্রভাব পড়বে। এজন্য আপনাকেও প্রথমে ডিসট্রাকশন ফ্রি থাকতে হবে। তার শেখার পরিবেশে আপনি যদি শান্ত এবং মনোযোগী হন, তবে

সেটি তার শিখতে আরও সহায়ক হবে।

যেমন—সন্তান যখন পড়াশোনা করছে, আপনি তার পাশে বসে মোবাইল, টিভি কিংবা ল্যাপটপ কিংবা যেকোনো ধরনের খাওয়া দাওয়া থেকে দূরে থাকুন।

৩. প্রতিদিন একটা রুটিন তৈরি করুন

শিশুদের শেখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটিন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি তাকে প্রতিদিন একই সময়ে পড়তে, খেলা বা আঁকাআঁকি করতে উৎসাহিত করেন, তাহলে সে এই অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে।

যেমন—প্রতিদিন সকালে দুই ঘণ্টা পড়াশোনা করার সময় দেয়া, তারপর বিকেলে এক ঘণ্টা খেলা, এর পর রাতে গল্প পড়া বা আঁকাআঁকি।

৪. এনগেজিং গেমস ও একটিভিটিজ

শিশুদের শেখার সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো খেলনা এবং গেম। কিন্তু শুধু যেকোনো গেম নয়, তাদের শেখার পথকে সহজ করবে এমন গেম। খেলা ও শেখার মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে হবে। **Fillofy Learning System** ঠিক এমনই খেলার ব্যবস্থা করছে, যা শুধুমাত্র আনন্দই দেয় না, বরং শেখার মধ্য দিয়ে শিশুদের মনোযোগ এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে।

যেমন—একটি ছোট গ্লাস টাইমার ব্যবহার করা, যাতে শিশুকে প্রতিদিন কিছু সময়ের মধ্যে তার কাজ শেষ করতে হবে, এমনকি তাকে আনন্দের সাথে শেখানো হবে।

৫. সৃজনশীলতা এবং চিন্তা করা শেখান

শিশুদের মধ্যে কল্পনা শক্তি এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মাঝে ভাবনার স্বাধীনতা তৈরি করুন, তবে সেটা যেন সদর্থক হয়। আপনি যখন তাকে কোনো কাজের জন্য উৎসাহিত করেন, তখন তাকে তার কল্পনা দিয়ে সেটা সম্পূর্ণ করতে দিন।

যেমন—শিশুকে বলুন, “তুমি কল্পনা করো, এই পেইন্টিংটা কোথায় থাকবে, আর সেটা কেমন দেখাবে?” বা “এই গল্পের শেষে কী হতে পারে?”

৮. শিশুর শেখার ধরন চেনেন তো?

আপনি কখনো কি ভেবেছেন, আপনার সন্তানের শেখার ধরন কেমন? সে কীভাবে শিখে? কীভাবে তার শেখার প্রক্রিয়া কাজ করে? আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের গঠন, তার আগ্রহ, তার পরিবেশ, এগুলো সব কিছু মিলে তার শেখার ধরন তৈরি করে। এই বিষয়ে আপনি যতটা সচেতন থাকবেন, তত বেশি তার শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দিতে পারবেন।

শিশুর শেখার ধরন তিনটি প্রধান ক্যাটাগরিতে বিভক্ত: শোনা, দেখা এবং করানো। এখন, আপনি কিভাবে এই তিনটি ধরনকে কাজে লাগিয়ে আপনার সন্তানের শেখার জন্য কার্যকরী উপকরণ তৈরি করবেন, চলুন তা দেখি।

১. শোনার মাধ্যমে শেখা (Auditory Learning)

অনেক শিশু এমন হয় যারা শোনার মাধ্যমে শেখে। তারা শোনে এবং তখনই তাদের মস্তিষ্কে ধারণা গড়ে ওঠে। গল্প, গান বা সুর শোনার মাধ্যমে তারা শেখে। যদি আপনার সন্তান শোনার মাধ্যমে শেখে, তাকে সঠিক শব্দ, সুর এবং বাক্য দিয়ে শেখানো সবচেয়ে কার্যকরী।

উদাহরণ:

আপনি যদি তাকে কোনো শিক্ষামূলক শব্দভাণ্ডার বা গল্প শুনান, সে তা শোনার মাধ্যমে শিক্ষাটি দ্রুত আয়ত্ত করতে পারবে। তার পছন্দের শব্দভাণ্ডার বা সুর নিয়ে শেখানোর চেষ্টা করুন।

২. দেখার মাধ্যমে শেখা (Visual Learning)

শিশুরা যখন কিছু দেখে, তখন তাদের শেখার প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়। ছবির মাধ্যমে, ভিডিওর মাধ্যমে বা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তারা শেখে। তাই, যদি আপনার সন্তান 'দেখে শেখে', তাকে দৃশ্যমান উপকরণ দিয়ে শেখানো উচিত।

উদাহরণ:

শিশুকে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে বর্ণ বা অক্ষর শেখান, তাকে ভিডিও বা চার্ট দেখিয়ে সহজভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন। এতে তার শেখার প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে।

৩. করানোর মাধ্যমে শেখা (Kinesthetic Learning)

এ ধরনের শিশুরা শেখে কাজ করার মাধ্যমে। তারা শিখতে চায়, কিন্তু শুধু শোনার বা দেখার মাধ্যমে নয়, বরং তাদের নিজ হাতে কাজ করতে হয়। তারা যেটি শিখে, সেটি নিজে করে দেখার মাধ্যমে আয়ত্ত করে।

উদাহরণ: শিশুকে কলম দিয়ে ছবি আঁকানো, হস্তশিল্প তৈরি করতে দেওয়া, বা গেম খেলার মাধ্যমে শিখানো। এই ধরনের শিশুর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল তাকে কাজের মাধ্যমে শেখানো।

শিশুর শেখার ধরন বুঝে কীভাবে সাহায্য করবেন?

আপনার সন্তানের শেখার ধরন যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি তার জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন। যদি সে 'শোনার' মাধ্যমে শেখে, তাকে অডিও ফাইল বা গল্প শুনান। যদি 'দেখার' মাধ্যমে শেখে, তাকে ভিডিও বা ছবি দেখান। আর যদি সে 'করানোর' মাধ্যমে শেখে, তাকে কাজ করতে দিন।

৯. “আমার বাচ্চা বুঝি একটু পিছিয়ে আছে” — এই চিন্তাটাই বড় বাধা

অধিকাংশ বাবা-মা সন্তানদের নিয়ে নানা ধরনের উদ্বেগে থাকেন। তাদের মধ্যে একটি সাধারণ চিন্তা হল—“আমার বাচ্চা বুঝি একটু পিছিয়ে আছে।” একে অপরের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে, সন্তানের প্রতি এক ধরনের অতিরিক্ত প্রত্যাশা এবং চাপ তৈরি হয়। অথচ, এমন কিছু নয় যে, প্রত্যেক বাচ্চা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একই গতিতে এগোবে। শিশুদের বিকাশ একটি অসীম পথ—এখানে কোনো এক নির্দিষ্ট রুটিন কিংবা সিঁড়ি নেই, যেখানে সবাই একসাথে চলে।

এটি কি শুধু ভালো নম্বর এর জন্য?

আজকাল, আমরা অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছি শুধু একাডেমিক ফলাফলের প্রতি। সন্তানের রেজাল্টই যেন তাদের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। যে সন্তানটি ভালো ফল পাচ্ছে, তাকে দেখা হচ্ছে সফল, আর যে সন্তানটি কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে, তাকে দৃষ্টির আড়ালে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ, সন্তানটির মনে জন্ম নিচ্ছে এক অপার হীনমন্যতা। যদি আপনার সন্তান পরীক্ষায় ভালো ফল না পায়, তাহলে সমাজ তাকে এটা মনে করিয়ে দেয়, “তুমি তো ভালো করছো না,”—এটি শুধু তার আত্মবিশ্বাসই ভেঙে দেয় না, তাকে আরও অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়।

তাদের মানসিক অবস্থার ব্যাপারে আপনি জানেন কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, সুশৃঙ্খল পিতামাতার অতিরিক্ত এক্সপেক্টেশন, কখনও কখনও আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। “এ প্লাস না পাওয়ার” কারণে আত্মহত্যার ঘটনাগুলি দিন দিন বেড়ে চলেছে। অনেকেই এটিকে কেবল একটি ‘ফলাফল’ হিসেবে দেখে থাকেন, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে শিশুর মানসিক অবস্থা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, এবং নিঃসঙ্গতার ভয়—যেগুলি তাদের মানসিক শান্তির সাথে খেলা করে।

এটি কোনদিনই ‘একটা নম্বর’ নয়

আপনার সন্তান যদি পরীক্ষায় ‘এ প্লাস’ না পায়, তাতে কি তার জীবনের মূল্য কমে যাবে? কোথাও কি লেখা আছে যে একজন সফল ব্যক্তি শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে সাফল্য পাবে? জীবন মানে শুধুমাত্র নম্বর নয়, জীবন মানে শিখে চলা, বিকশিত হওয়া, এবং নতুন দিগন্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা। আমরা যদি শিশুদের শ্রেফ তাদের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করি, তাহলে আমরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছি।

আত্মবিশ্বাস এবং মনোযোগের দিক থেকে সন্তানকে সমর্থন দিন

প্রত্যেক বাচ্চার শেখার গতি ভিন্ন। একে অপরের সঙ্গে তুলনা করা মানে কেবল তাদের পারফরম্যান্সের প্রতি অবিচার করা। শিশুকে তাকে তার নিজস্ব গতিতে শিখতে দিন, যাতে সে অনুভব করে যে, সে যদি এক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে, তাও তা কোনোভাবেই তার মূল্য কমায় না। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব

হলো, শিশুদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা, তাদের বিশ্বাস তৈরি করা, যে তারা অবশ্যই আগের চেয়ে আরো ভালো করতে সক্ষম।

গল্পের মাধ্যমে বোধহয় আরও পরিষ্কার হবে:

জঙ্গলের রাজা বাঘ মশাই ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দিলো "কোনো শিশুকে নিরক্ষর রাখা চলবে না। সবার জন্য যথাযথ শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।" সব ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে হবে। পড়াশোনা শেষ হলে, সবাইকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। শুরু হলো সর্ব শিক্ষা অভিযান!!

হাতির বাচ্চা স্কুলে এলো। বাঁদর, মাছ, কচ্ছপ, বিড়াল, উট, জিরাফ, সবার বাচ্চা স্কুলে পৌঁছে গেলো। শুরু হলো ধুমধাম করে পড়াশোনা। "ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট" হলো। হাতির বাচ্চা ফেল।

- "কোন সাবজেক্টে ফেল?" হাতি এসে প্রশ্ন করে।
- "গাছে ওঠা" সাবজেক্টে ফেল করেছে।
হাতি পড়লো মহা চিন্তায়। তার ছেলে ফেল?? এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। শুরু হলো খোঁজাখোঁজি, ভালো টিউটর পেতেই হবে। সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করা যাবে না।
- হাতির এখন একটাই টেনশন, যেভাবেই হোক ছেলেকে গাছে চড়া শেখাতে হবে!! "গাছে ওঠা" সাবজেক্টে টপার করে তুলতে হবে। ফার্স্ট সেশন অতিক্রান্ত। ফাইনাল রেজাল্ট আউট হলো। দেখা গেলো - হাতি, উট, জিরাফ, মাছ, সবার বাচ্চা ফেল। বাঁদরের বাচ্চা টপার হয়ে গেছে।
- প্রকাশ্য মঞ্চে বিভিন্ন গেস্টদের আমন্ত্রিত করে বিরাট অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো। সেখানে টপার হিসাবে বাঁদরের বাচ্চার গলায় মেডেল পরিয়ে দেওয়া হলো। চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে হাতি, উট, জিরাফ, নিজ নিজ সন্তানকে দারুণ পিটুনি দিলো। এতো টিউশন, এতো খরচ, এর পরেও চূড়ান্ত অসম্মান!! তারা মেনে নিতে পারলো না।
- "ফাঁকিবাজ, এতো চেষ্টা করেও তোর দ্বারা গাছে চড়া সম্ভব হলো না?? নিকম্মা কোথাকার। শিখে নে, বাঁদরের বাচ্চার কাছে শিক্ষা নে, কিভাবে গাছে চড়তে হয়।" ফেল কিন্তু মাছের ছেলেও হয়ে গেছে। সে আবার প্রত্যেক সাবজেক্টে ফেল, কেবলমাত্র "সাঁতার" কাটা ছাড়া।
- প্রিন্সিপাল বললো, "আপনার সন্তানের অ্যাটেনডেন্স প্রবলেম। পাঁচ মিনিটের বেশী ক্লাসে থাকতে পারে না।" মাছ নিজের সন্তানের দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকিয়ে রইলো।
বাচ্চা বলে, "মা গো, দম নিতে পারি না, ভীষণ কষ্ট হয়। আমার জন্য জলের মধ্যে কোনো স্কুল দেখলে হতো না??" মাছ বলে, "চুপ কর বেয়াদব। এতো ভালো স্কুল আর কোথাও খুঁজে পাবি না। পড়াশোনায় মন দে, স্কুল নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।"
- হাতি, উট, জিরাফ, নিজের নিজের ফেলিওর বাচ্চাকে পিটুনি দিতে দিতে বাড়ি ফিরে চলেছে। পথিমধ্যে বুড়ো খেঁকশিয়ালের সঙ্গে দেখা। শিয়াল বলে, "এত গুঞ্জন কিসের, কি হয়েছে সেটা তো বলো?"

- হাতি বলে, "এত বড়ো শরীর নিয়ে, গাছে চড়তে পারলো না। বাঁদরের ছেলে টপার হলো, মান ইজ্জত কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না।"
- শিয়াল অটুহাসিতে ফেটে পড়ে। শিয়াল বললো, "তোমাদের গাছে চড়ার কি প্রয়োজন, সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। শোনো হাতি, তুমি নিজের বিশালাকার শুঁড় উঠিয়ে ধরো, গাছের সবচেয়ে বড়ো ফলটি পেড়ে ভক্ষণ করো। তোমার গাছে ওঠা লাগবে না।"
- "উট ভাই, তোমার অনেক উঁচু ঘাড় রয়েছে। ঘাড় বাড়িয়ে দাও, গাছের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, পাতা পেড়ে খাও।"
- "বোন মাছ, তোমার সন্তানকে নদীর স্কুলে ভর্তি করে দাও। ওকে মনভরে সাঁতার কাটতে শেখাও। দেখবে, একদিন তোমার ছেলে নদী অতিক্রম করে সমুদ্রে পাড়ি দেবে। সাত সমুদ্র পার করে, তোমার নাম উজ্জ্বল করবে। ওকে রাজার স্কুলে মোটেও পাঠিও না। ও মারা যাবে।"

মনে রাখতে হবে, **শিক্ষা আপনার সন্তানের জন্য, শিক্ষার জন্য আপনার সন্তান নয়।** প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কিছু না কিছু স্পেশালিটি আছে। আমাদের দায়িত্ব হলো, সেটা খুঁজে বের করা। তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া। তাহলেই দেখবেন, সে নিজেই নিজের গন্তব্য খুঁজে নেবে।

শেষ কথা:

এটি সময়ের প্রয়োজন—আমাদের সন্তানদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো প্রয়োজন। তাদের উন্নতি শুধুমাত্র নব্বরের মাধ্যমে বিচার না করে, তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে নজর দেওয়া উচিত। “আমার বাচ্চা একটু পিছিয়ে আছে”—এই চিন্তা আপনার সন্তানের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনি যদি চান, আপনার সন্তান আত্মবিশ্বাসী, সৃজনশীল, এবং ভালো কাজের পথে এগিয়ে যাক, তবে তাকে ভালোবাসুন, তার প্রতি বিশ্বাস রাখুন, এবং তাকে নিজের গতিতে শিখতে দিন।

এই পৃথিবীতে প্রতিটি শিশুর নিজস্ব দক্ষতা রয়েছে, এবং তাকে তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন, যাতে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের শিখন এবং উন্নতি করতে পারে।

একা একা নয়—আপনার জন্যই বানানো হয়েছে একটা কমিউনিটি

আজকের দিনে আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং প্রযুক্তিই হচ্ছে সেই পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। আমরা যখন দেখি আমাদের শিশুরা সোশ্যাল মিডিয়ায়, স্মার্টফোনে, কিংবা ট্যাবলেটে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, “বাচ্চাটা এমন হয়ে গেল কেন?”

অনেক বাবা-মা, তাদের সন্তানদের খেলার জন্য দামি দামি খেলনা কিনে দেন—রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, রোবট, কিংবা অত্যাধুনিক এডুকেশনাল টয়। প্রথম প্রথম শিশুরা খেলে, মজা পায়—মনে হয় এগুলো

তাদের সৃজনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে। কিন্তু কিছু দিন পর, দেখা যায় সেই খেলনা গুলো ঘরের কোণে পড়ে থাকে, এবং শিশুটি সেই খেলনা নিয়ে আর খেলে না। কেন?

কারণ, শিশুরা আকৃষ্ট হয় নতুনত্বে—এমন কিছুতে যা তাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে। যে খেলনাগুলো আমরা তাদের কিনে দিচ্ছি, সেগুলোর মধ্যে সেই নতুনত্বের অভাব থাকে, যা শিশুদের একটানা মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে। তাদের চাহিদা আর আমরা যে খেলনা কিনে দিই সেই খেলনার সাথে এক ধরনের গ্যাপ তৈরি হয়। তাদের প্রয়োজন একটি সিস্টেম—এমন কিছু যা তাদের শেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনের কোণে আনন্দ ছড়ায়।

আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, শিশুদের শেখানোর জন্য শুধু নতুন খেলনা দিলেই হবে না, তাদের শেখানোর পদ্ধতিটাও বলে দিতে হবে। যেটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

আপনার শিশুর সোশ্যাল মিডিয়া ও স্ক্রিনের আসক্তি

আজকের শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে অনেক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। যখন একটি শিশু স্ক্রিনে থাকে, তখন অ্যালগরিদম তাদের সামনে তার পছন্দের জিনিসগুলো একের পর এক দিতে থাকে, যা তাদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক। শিশুর পছন্দ, তার আগ্রহের বিষয়, তালে তাল মেলানো ছন্দ, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, রঙিন গ্রাফিক্স—এগুলো সব কিছু একসাথে শিশুকে স্ক্রিনে আরো বেশি সময় ধরে রাখে। তার কাছে প্রতিটি মুহূর্তই নতুন কিছু উপভোগ করার মতো মনে হয়।

এদিকে, আপনি যে এডুকেশনাল খেলনা কিনে দিয়েছেন, তা সেই শিশুর জন্য কতটুকু আকর্ষণীয় হতে পারে? সেই খেলনাটি কি কোনো ম্যাজিক নিয়ে আসে যা শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখবে? না, খেলনার মধ্যে কোন ম্যাজিক থাকে না। এটি শিশুদের জন্য কোনভাবেই এমন চমক বা নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারে না, যাকে শিশুরা স্ক্রিনের বিকল্প মজার কিছু মনে করবে।

Fillofy Learning System: আপনার শিশুর জন্য এক নতুন দিগন্ত

এক্ষেত্রে, যে সিস্টেমটি সাহায্য করতে পারে, তা হলো **Fillofy Learning System**। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে যেখানে শিশুর প্রতিদিনের কাজকে খেলার চলে আনন্দদায়ক করে তোলা হয়—এটা শুধু তাদের আনন্দই দেয় না, বরং তাদের মনোযোগ এবং সৃজনশীলতা বাড়ানোর এক কার্যকরী উপায়। আপনি যখন আপনার শিশুকে নতুন কিছু শেখানোর জন্য নতুন খেলনা দেন, তখন আপনার উচিত তার সঙ্গে এমন একটি সিস্টেমে যুক্ত করা ওই, যাতে সে খেলনা থেকে শেখার উপকরণ পায়।

আমরা যদি এই সিস্টেমটি প্রয়োগ করি, তবে দেখতে পাবো, আমাদের শিশুরা একটানা খেলনা নিয়ে খেলবে, এবং শেখার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে—কারণ তারা জানবে, তারা মজার চলে নতুন একটা খেলা খেলছে, এবং এই খেলাটি সব সময় তার জন্য নতুন নতুন আনন্দ তৈরি করে।

কমিউনিটি গঠন: একা একা নয়

এখানে আসছে **Fillofy Community**—একটি গ্রুপ, যেখানে সেই সকল অভিভাবকরা রয়েছেন, যারা তাদের শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া বা স্ক্রীনের আসক্তি নিয়ে চিন্তিত। আপনি একজন অভিভাবক হিসেবে আপনার শিশুকে প্রোডাক্টিভ করে তোলার জন্য আপনার দায়িত্ব অপরিসীম। শিশুদের শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলে শিশুদের ফোকাস নষ্ট হবে, এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। আমরা আপনাকে প্রতিনিয়ত কমিস্ট্যান্ট রাখব, যাতে আপনি আপনার শিশুর দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকেন, এবং আপনার শিশুর বিকাশের পথে বাধা না আসে।

এছাড়াও আমাদের **Fillofy Learning System** এবং **Learning Tools**-এর ব্যবহার নিয়ে এখানে আলোচনা হবে। অন্যান্য অভিভাবকরা কিভাবে এই সিস্টেম ও টুলস গুলি ব্যবহার করছেন এবং সেগুলিকে কিভাবে প্রপারলি ইউটাইলাইজ করছেন সে ব্যাপারে আপডেট পাবেন। আপনি একজন অভিভাবক হিসেবে, আপনার মতো চিন্তিত অন্য সকল অভিভাবকদের কমন সমস্যা গুলো দেখতে পাবেন এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কী কী নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কেও আপনি নিয়মিত আপডেট পেয়ে যাবেন।

এটি মোট কথায় একটি **প্রবলেম সলভিং, নেটওয়ার্কিং কমিউনিটি**, যেখানে অভিভাবকরা একে অপরকে সমর্থন ও উৎসাহ দেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং শিশুর সঠিক শিক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী পথ তৈরির জন্য একত্রে কাজ করেন।

এখানে, একা একা নয়—আপনি এবং আপনার শিশুর জন্য একে অপরের সহায়তায় আমরা একসাথে কাজ করে যাব, যাতে আপনার শিশুর শেখার পথ কখনো বাধাগ্রস্ত না হয় এবং সে তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে।

উপসংহার:

আজকের বিশ্বে যেখানে প্রযুক্তি দ্রুত আমাদের চারপাশকে ঘিরে ফেলেছে, সেখানে শিশুদের জন্য সঠিক শিক্ষা ও বিকাশের পথ খুঁজে পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের শিশুদের পথপ্রদর্শক, তাদের প্রথম শিক্ষক—আমরা অভিভাবকরা। আমরা যদি তাদের সামনে একটি সঠিক পথ তৈরি না করি, তাদের শেখার প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হবে, এবং তারা হারিয়ে যাবে একটি দিশাহীন ভবিষ্যতের দিকে। এই পথে, **Fillofy Learning System** আমাদের জন্য এমন একটি উপায় প্রদানে প্রস্তুত, যেখানে খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের শেখানোর মাধ্যমে তারা শুধুমাত্র আনন্দই পাবে না, বরং তাদের মনোযোগ, সৃজনশীলতা এবং কল্পনা শক্তি বেড়ে যাবে।

তবে, একা একা এই পথ চলা সম্ভব নয়। আমাদের প্রিয় সন্তানদের সফলতার জন্য একে অপরের সহায়তা এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **Fillofy Community** এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা অভিভাবকদের একত্রিত করে, যেখানে তারা নিজেদের সমস্যাগুলি শেয়ার করে এবং একে অপরকে নতুন

নতুন উপায় এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। এই কমিউনিটি শিশুদের জন্য একটি শক্তিশালী শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে অভিভাবকরা একে অপরকে উৎসাহ দেন এবং তাদের সন্তানদের জন্য সঠিক পথ তৈরি করতে একসাথে কাজ করেন।

তাহলে, আমাদের দায়িত্ব হলো—আমরা যে বিশ্বাসে এবং যে পদ্ধতিতে সন্তানদের বড় করি, তা তাদের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কল্পনার পাখাকে কাটা নয়, বরং তাদের স্বপ্নের পাখায় শক্তিশালী দিকনির্দেশনা দিতে হবে, যাতে তারা একদিন নিজেদের স্বপ্নের উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। **Fillofy** সেই পথপ্রদর্শক হিসেবে আপনাকে সাহায্য করবে, যেন আপনার সন্তান আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে, তার মনোযোগ ধরে রাখতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

অতএব, একে অপরের সাথে সহযোগিতা, সমর্থন এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য একটি সৃজনশীল, মনোযোগী এবং সফল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারব। **Fillofy** আপনাদের সঙ্গে আছে, সেই পথ চলতে সাহায্য করার জন্য।

সতর্কতামূলক নোটিশ:

এই বইটি "Fillofy-র প্রস্তাবিত প্যারেন্টিং গাইড" শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া ও স্ক্রীনের আসক্তি থেকে মুক্তি এবং তাদের মনোযোগ, সৃজনশীলতা, এবং শিক্ষার বিকাশের লক্ষ্যে লেখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল শিশুদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করার জন্য অভিভাবকদের সহায়তা প্রদান করা। এই বইটি শেয়ার করা যাবে শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা, দাওয়াহ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

তবে, দয়া করে মনে রাখবেন—এই বইটি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কখনও কোন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। যারা এই বইটি ব্যবসায়িক বা লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রি বা প্রচার করবেন, তারা আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবেন।

অতএব, সবাইকে বিনীত অনুরোধ, বইটির সঠিক উদ্দেশ্য রক্ষা করে এর ব্যবহার করুন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই বইটি শেয়ার করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর রাস্তায় চলার তৌফিক দান করুন। **আমিন!**